কলকাতার হাইকোর্ট

সাংবিধানিক রিট / লেখ এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মহামান্য বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী

এবং

মহামান্য বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. সি. টি ১৩৯

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা

-বনাম-

শ্রীমন্ত কুমার দে

আবেদনকারীদের জন্য : সুশ্রী রাজশ্রী রায়,

শ্রী অসিত কুমার দে।

উত্তরদাতার জন্য : শ্রী কল্যাণ সরকার,

সুশ্রী রিয়া বল্লভ

শুনানি শেষ হয়েছে : ৩ রা অক্টোবর, ২০২৩।

রায় হয়েছে : ২৩শে নভেম্বর, ২০২৩।

বিচারক ,তপব্রত চক্রবর্তী,

১. বর্তমান রিট আবেদনটি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, ডাক বিভাগ এবং এর কার্যনির্বাহীরা একটি মূল আবেদনে ও. এ . ৩৫০/০১২৪৯/২০১৯ এর হিসাবে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ৭ই এপ্রিল, ২০২২ তারিখের একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

২. এই মামলার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রিট আবেদনকারী/প্রতিবাদী, শ্রীমন্ত কুমার দে (সংক্ষেপে, শ্রীমন্ত) ৬ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে বাঁকুড়া জেলার বংশী চণ্ডীপুর শাখা অফিসে গ্রামীণ ডাক সেবক ব্লক পোস্ট মাস্টার (সংক্ষেপে, জিডিএসবিপিএম) হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আবেদনকারী নং ৬ কর্তৃক প্রদত্ত ২৫ এপ্রিল, ২০১২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং আবেদনকারী নং ৫, ২৭ এপ্রিল, ২০১২ তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে এই আদেশ নিশ্চিত করা হয়েছিল। এরপর, ২৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ সম্বলিত একটি চার্জশিট জারি করা হয়। শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম বিচারাধীন থাকাকালীন, শ্রীমন্ত তার দ্বারা অপব্যবহারের অভিযোগে অর্থ ফেরত দেন। এর মাঝখানে, শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে জনৈক শ্রী সঞ্জয় মণ্ডলের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, জয়পুর থানা পুলিশ। ১১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে আইপিসির ৪০৯/৪২০ ধারার অধীনে মামলা নং ১২১/১৩ নং নং। শুল্ক স্থগিতের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, শ্রীমন্ত ২০১৩ সালের ও.এ. ১৪৪৭ নামে একটি মূল আবেদন করেন যা ৮ জুলাই, ২০১৪ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল। এর ফলে, শ্রীমন্ত ২০১৪ সালের ও.পি.সি.টি ১৩৪ নামে একটি রিট পিটিশন করেন যা ১৪ আগস্ট, ২০১৪ তারিখের একটি আদেশ দ্বারাও খারিজ করা হয়েছিল। বিচারাধীন ফৌজদারি বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তিমূলক কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য শ্রীমন্তের ১১ আগস্ট, ২০১৪ তারিখের আবেদন বিবেচনা না করায়, তিনি ২০১৪ সালের ও.এ. ৩৫০/০১৬১৬ নামে একটি মূল আবেদন করেন যা ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যেখানে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে শ্রীমন্তের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উক্ত আদেশের পরিপালনে, আবেদনকারী নং ৫, ২৯শে জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখে শ্রীমন্তের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে একটি আদেশ জারি করেন। উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, শ্রীমন্ত একটি মূল আবেদন পছন্দ করেন

আবেদনটি ছিল ও.এ. 350/0544/2014 যা ১২ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে শ্রীমন্ত আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার স্বাধীনতা পাবেন। সেই অনুযায়ী, শ্রীমন্ত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে একটি আপিল দায়ের করেছিলেন এবং ২০ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ১২ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে একটি অবমাননার আবেদন করা হয়েছিল। উক্ত অবমাননার আবেদনটি বিচারাধীন থাকাকালীন, শ্রীমন্ত আরেকটি মূল আবেদন, ও.এ. নং 00017/2016 অন্যান্য বিষয়ের সাথে, শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, যা 3 মার্চ, 2016 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যেখানে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে 1লা আগস্ট, 2014 তারিখের শ্রীমন্তের আবেদন বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 3 মার্চ, 2016 তারিখের আদেশের পরিপালনে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ 24শে মে, 2016 তারিখে একটি আদেশ জারি করে। এরপর 5 জুলাই, 2017 তারিখে আবেদনকারী নং 5 একটি আদেশ জারি করে পর্যবেক্ষণ করে যে আদালতের একযোগে পদক্ষেপ এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। 5 জুলাই, 2017 তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, শ্রীমন্ত আরেকটি মূল আবেদন করেন যা হল ও.এ. নং ৪৯১/২০১৬ ০০০১৭/২০১৬, যা ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যাতে ডিএকে শাস্তিমূলক কার্যক্রম চূড়ান্ত করার আগে ৩০শে মার্চ, ২০১৭ তারিখের ফৌজদারি আদালতের আদেশ বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর মাঝখানে, একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়, যিনি ১৯শে জুলাই, ২০১৮ তারিখে তার প্রতিবেদন জমা দেন যার উত্তরে শ্রীমন্ত উত্তর দেন। এরপর ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ 'নিয়োগ থেকে অপসারণ' এর শাস্তি আরোপ করে একটি চূড়ান্ত আদেশ জারি করে। শাস্তিমূলক কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগে, শ্রীমন্ত আরেকটি মূল আবেদন পছন্দ করেন, ও.এ. নং ৩৫০/০১২৯০/ ২০১৭ এবং একই আবেদনটি গ্রহণ করেন

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়। এর মাঝে, শ্রীমন্তের দ্বারা দায়ের করা আইনি আপিল ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়। এরপর শ্রীমন্ত একটি রিভিশন দায়ের করেন যা ১৩ই আগস্ট, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমেও খারিজ করা হয়। এর ফলে, শ্রীমন্ত মূল আবেদনটি ও.এ. 350/01249/2019 নম্বরে আবেদন করেন।

৩. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী রায় যুক্তি দেন যে শ্রীমন্তকে শাস্তিমূলক কার্যধারার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির কোনও লঙ্ঘন হয়নি। কোনও পদ্ধতিগত অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়নি। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এমন কোনও ত্রুটি ছিল না যার ফলে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

৪. তিনি যুক্তি দেন যে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে প্রদত্ত স্থগিতাদেশের আদেশ পূর্ববর্তী মূল আবেদনে হস্তক্ষেপ করেনি এবং শ্রীমন্তের দায়ের করা রিট আবেদনেও উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে তা অবহেলা করেই বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল আপত্তিকর আদেশ জারি করেছে। শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগগুলিকে তুচ্ছ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং শ্রীমন্তের তার চাকরি প্রদানের সময় একটি অনবদ্য মনোভাব বজায় রাখা উচিত ছিল। অপসারণের আদেশে কোনও শিথিলতার প্রশ্নই আসে না কারণ এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে জনসেবা প্রদানের সময় নিখুঁত সততা এবং সততা বজায় রাখা প্রয়োজন।

কর্তব্য পালনে চরম ব্যর্থ হওয়ায়, শ্রীমন্ত এই আদালতের কাছে অনুতাপ করতে এবং সহানুভূতি চাইতে পারেন না।

৫. তিনি আরও যুক্তি দেন যে, শুল্ক স্থগিতের আদেশ জারির পর, শ্রীমন্ত নিজেই অভিযোগকৃত জালিয়াতির টাকা বিভাগকে ফেরত দিয়েছিলেন এবং এই ধরনের কাজ শাস্তিমূলক কার্যক্রমে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৬. শ্রীমতী রায় যুক্তি দেন যে রিভিশনাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ কোনও এখতিয়ারগত ত্রুটির শিকার হয় না এবং বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল সম্পূর্ণ প্রমাণ পুনর্মূল্যায়ন করে এবং রিভিশনে প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং বরখাস্ত বা চাকরি থেকে অপসারণের চেয়ে কম পরিমাণে যে কোনও শাস্তি আরোপের জন্য বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠিয়ে আইনত ভুল করেছে।

৭. শ্রীমতী রায়ের মতে, তথ্যগুলি শ্রীমন্তের অসদাচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও ভয়াবহ শাস্তি আরোপের কোনও ঘটনা প্রমাণ করে না। প্রমাণিত অভিযোগের পটভূমিতে, অপসারণের শাস্তি আরোপের প্রেরণাকে অভাব বলে মনে করা উচিত ছিল না। যুক্তিগুলির সমর্থনে (২০২২) ৭ এসসিসি ৪৭৫-এ রিপোর্ট করা ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য – বনাম- এম. দুরাইসামির মামলায় প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

৮. শ্রীমতী রায় আরও যুক্তি দেন যে, আইন অনুযায়ী দেওয়া শাস্তি সবচেয়ে কঠোর নয়, কারণ দেওয়া শাস্তি ভবিষ্যতে চাকরির জন্য অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৯. বিপরীতে, বিবাদী পক্ষের পক্ষে উপস্থিত শ্রী সরকার যুক্তি দেন যে ফৌজদারি কার্যধারার অভিযোগটি অনুচ্ছেদ 3 এর অধীনে অভিযোগের অনুরূপ ছিল

অভিযোগপত্রে। শুনানির বিরোধিতা এবং রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে, উপযুক্ত আদালত ৩০শে মার্চ, ২০১৭ তারিখের একটি রায়ে আবেদনকারীকে খালাস দেয় এবং বলে যে তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দোষী নন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ধারা ৩-এর অধীনে অভিযোগ বাতিল করা হয়েছে। ধারা ১ এবং ২-এর অধীনে অভিযোগগুলিও ধারা ৩-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে শ্রীমন্ত আমানতকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ফৌজদারি কার্যধারায় অভিযোগ প্রমাণ করতে রাষ্ট্রপক্ষের ব্যর্থতা, যা চার্জশিটের ধারা ৩-এর অধীনে অভিযোগের অনুরূপ, বাকি অভিযোগগুলির তীব্রতা এবং প্রভাব হ্রাস করে এবং শাস্তিকে কঠোর এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। শ্রীমন্ত ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের যেকোনো চাকরির জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন এবং সেইজন্য প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুসারে তার উপর আরোপিত শাস্তি সবচেয়ে কঠোর।

১০. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ উকিলদের কথা শুনেছেন এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছেন ।

১১. শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের দেওয়া আদেশ পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ একটি কথিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শ্রীমন্ত তার অপরাধ গোপন করার জন্য ‘অপ্রাসঙ্গিক এবং মামলার সাথে বহির্ভূত কিছু বিষয় টেনে এনেছেন’ যা কোনও কারণেই সমর্থনযোগ্য নয়। আপিল কর্তৃপক্ষ কেবল আপিলের কারণ উদ্‌ধৃত করে এবং কোনও স্বাধীন কারণ প্রকাশ না করেই অপসারণের আদেশ নিশ্চিত করেছেন। সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষ ১৩ আগস্ট, ২০১৯ তারিখের তার আদেশে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ‘পাসবুকগুলি নথির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না (সংযুক্তি -

III) স্মারকলিপির শ্রীমন্তের উপর 'পাসবুকের জন্য অনুরোধ জমা দেওয়ার' দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। উক্ত বিচারে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে অভিযোগের ভিত্তি তৈরি করে এমন নথিপত্র সরবরাহ করা রাষ্ট্রপক্ষের কর্তব্য। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালও সঠিক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে 'মদন মোহন জানার দুটি ভিন্ন সংস্করণ পাওয়া যায়, একটি বিভাগীয় কার্যধারায় এবং অন্যটি ফৌজদারি কার্যধারায়' কারণ ফৌজদারি কার্যধারায় মদন মোহন জানা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে 'বাঁশি চাঁদিপুর পোস্ট অফিসে তার অর্থ লেনদেন সম্পর্কে তার কোনও কিছু মনে নেই' যেখানে বিভাগীয় কার্যধারায় একই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সংশ্লিষ্ট পাসবইটি 'সুদ পোস্ট করার জন্য ' বিপিএম-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এই ধরনের অসঙ্গতি এবং অসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে সংশোধনের আদেশ বাতিল করে দিয়েছে। 'সম্মানজনকভাবে খালাস' , 'দোষ থেকে খালাস' , 'সম্পূর্ণভাবে খালাস' , 'সম্পূর্ণভাবে খালাস' এই অভিব্যক্তিগুলো ফৌজদারি কার্যবিধি বা ভারতীয় দণ্ডবিধির অজানা, যা বিচারিক রায় দ্বারা তৈরি। বর্তমান মামলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রাষ্ট্রপক্ষ শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 409 এবং 420 এর অধীনে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতার পটভূমিতে, সংশোধন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ যে 'এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে মাননীয় আদালত মামলার যোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রী দাসকে সম্মানজনকভাবে খালাস দেননি' তা যথাযথভাবে অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১২. সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং পদের প্রকৃতি বিবেচনা করা হচ্ছে শ্রীমন্তের মতে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের অভিমত ছিল যে মতবাদটি

আনুপাতিকতার বিধানটি আপত্তিকর ছিল এবং তদনুসারে, সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিল করার পর, বিষয়টি উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হয় 'আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উপসংহারের সমর্থনে খালাসের আদেশ এবং প্রমাণ বিবেচনা করার জন্য এবং যদি থাকে, তাহলে ক্ষয়কারী কারণের ভিত্তিতে, বরখাস্ত বা চাকরি থেকে অপসারণের চেয়ে কম পরিমাণে শাস্তি আরোপ করার জন্য'।

১৩. এটা সর্বজনবিদিত যে, কোনও সিদ্ধান্ত তার সিদ্ধান্তের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ, এবং এর থেকে যৌক্তিকভাবে কী অনুমান করা যায় তার জন্য নয়। এমনকি বাস্তবে সামান্য পার্থক্য বা অতিরিক্ত তথ্যও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অনেক পার্থক্য আনতে পারে। এম দুরাইসামির (উপরে)মামলার ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়, যার উপর আবেদনকারীরা নির্ভর করে থাকেন, তা -তথ্যের থেকে আলাদা করা যায়।

১৪. বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল, সমস্ত বাস্তব বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং আমরা কোনও ত্রুটি খুঁজে পাইনি, অন্ততপক্ষে বিরোধিত রায়ে আইনের কোনও পেটেন্ট ত্রুটি বলতে পারি। বিরোধিত রায় কোনও এখতিয়ারগত ত্রুটি বা ন্যায়বিচারের কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা বা এই আদালতের হস্তক্ষেপের জন্য কোনও স্পষ্ট অবিচারের শিকার হয়নি।

১৫. তদনুসারে, ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. সি. টি ১৩৯ রিট আবেদনটি বরখাস্ত হল ।

১৬. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৭. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করা হবে।

(বিচারক , পার্থ সারথি চ্যাটার্জি) **(বিচারক, তপব্রত চক্রবর্তী)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal